বৈচিত্র্যময় করোনাভাইরাস

**সুপ্তি মৈত্র**

**প্রভাষক (গণিত) শহীদ জননী মহিলা মহাবিদ্যালয়, নাজিরপুর, পিরোজপুর।**

 আমাদের এই পৃথিবীতে মহামারীর এই ইতিহাস নির্মম ও হৃদয়বিদারক। কোন এক সময়ে এই মহামারী এসেছে কলেরা রূপ নিয়ে আবার কোন সময়ে এসেছে ভয়াবহ প্লেগের অভিশাপ হয়ে,কোন সময়ে জিকা ভাইরাস রূপে, কোন সময়ে ইবোলা আবার কোন সময়ে এসেছে স্প্যানিস ফ্লু নিয়ে। বর্তমানে এই তালিকায় সর্বাধুনিক ভাইরাস যার রূপ করোনাভাইরাস। একটি মারাত্মক ভয়ানক ভাইরাস আমাদের সবার জীবনকে একেবারে থামিয়ে দিয়েছে। এর জীবতত্ত্বে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ধাঁধা বেরিয়ে আসছে আমাদের সামনে। করোনাভাইরাস কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে বিশ্বজুড়ে এখনো তার বিতর্ক চলছে। কেউ কেউ মনে করেন ভাইরাসটি কৃত্রিম উপায়ে গবষেণাগারে তৈরি , আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করেন ভাইরাসটির উৎস হলো বাদুড়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বক্তব্যে এটি সংক্রমণ শুরু হয় চীন দেশের হুনান প্রদেশের রাজধানী উহান শহরের একটি মাংসের বাজার থেকে। পরবর্তীতে দিনে দিনে ভাইরাসটি মানুষে মানুষে ছড়িয়ে পড়ে এবং বর্তমানে তা বিশ্ব মহামারী রূপ নেয়। করোনাভাইরাস শব্দটি ল্যাটিন ভাষা থেকে এসেছে। করোনা শব্দটির র্অথ হলো মুকুট বা Crown এবং ভাইরাস শব্দটির অর্থ এক ধরনের অকোষীয় আণুবীক্ষণিক রোগ গঠন কারি ক্ষুদ্রাতী জীবানু যার শাব্দিক অর্থ বিষ। অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় ভাইরাসটির শরীর জুড়ে অসংখ্য খাঁজকাটা কন্টক যা আপাতভাবে দেখতে রাজমুকুটের মতো দেখায়। করোনাভাইরাস অন্যান্য ভাইরাস সদস্যদের তুলনায় আয়তনে বড়। এর আকার ডায়ামিটারে ০.০৬ মাইক্রোন থেকে ০.১৪ মাইক্রোন বা গড়ে ০.১২৫ মাইক্রোন হতে পারে । আজকের করোনাভাইরাসের প্রকৃত রূপ ও চরিত্র সর্ম্পকে জানতে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে।

 বর্তমান যে করোনাভাইরাসটির কারণে আমাদের জীবন বিপর্যস্ত তার নাম দেওয়া হয়েছে নোভেল করোনাভাইরাস। নোভেল করোনাভাইরাসটি ২০১৯ সালের শেষের দিকে চীনে সংক্রামণ দেখা দেয় এজন্য নোভেল করোনাভাইরাস ঘঠিত রোগটিকে বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করেছেন কোভিড - ১৯ নামে।যার পুরোনাম হলো Corona Virus Disease 19 (COVID). কোন একটি রোগের জীবাণু যখন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের গন্ডি পেরিয়ে বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে সংক্রমনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তখন তাকে মহামারী নামে আখ্যায়িত করা হয়। আবার সেই রোগটি যখন দেশ ও মহাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে বিশ্ব মহামারী বা Pandemic নামকরণ করা হয়। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসটির একজন মানুষের দেহ থেকে অন্যজন মানুষের দেহে কিভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে সে সর্ম্পকে বড় বড় চিকিৎসক থেকে শুরু করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পর্যন্ত কেউই এখনো সর্ম্পূণ নিশ্চিত ভাবে কিছু বলতে পারেননি। তবে বিশেষজ্ঞগণের ধারণা অনুসারে করোনাভাইরাসটির সংক্রমণ চারটি ধাপে বিভক্ত। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করেন যে মানুষের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবকে।

 করোনাভাইরাসে আক্রান্ত লোকদের সাধারণত গলাব্যথা, জ্বর,শ্বাসকষ্টের উপসর্গ গুলো দেখা যায়। এই ভাইরাস ঘটিত রোগের নির্দিষ্ট চিকিৎসা হিসেবে এখনো চিহ্নিত করা যায়নি। উপসর্গ অনুসারে কিছু চিকিৎসা হয়ে থাকে। এই ভাইরাস থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল টিকা গ্রহণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলতে বিশেষজ্ঞদের মতামত হলো সামাজকি বা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা। এই নিয়ম পালনের জন্য সংক্রমিত অঞ্চলগুলোতে জারি করা হয় লকডাউন। বিজ্ঞানীগণ ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিশেষ ধরনের এবং সঠিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করতে বলেন এবং বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হওয়া সর্ম্পূণ বন্ধ রাখতে হবে। যেকোনো ভাইরাস মুহুর্তে পরিবর্তিত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে করোনাভাইরাস ও বারবার রূপ পরিবর্তন করেছে।কিছুদিন আগে মালয়েশিয়ার ভাইরাসটি ‘রূপান্তর’ দেখা গেছে যেটি ছিল সাধারণ টির চেয়ে দশ গুণ বেশি সংক্রামক। অপরদিকে যুক্তরাজ্যে সণাক্তকৃত ভাইরাসটি ছিল নতুন ধরনের যা স্বাভাবিকটির তুলনায় ৭০% বেশি সংক্রামক। ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে ভারতে শনাক্ত হয় করোনার নতুন এক রূপ যা ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষকরা নাম দিয়েছেন ‘বি ওয়ান সিক্সসেভেন্টিন’। তবে গত র্মাচ মাস থেকে ভারতে সংক্রামণ ক্রমাগত বাড়তে শুরু করে। গবেষকদের মতে ভারতে এইটি হলো করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। বৈশ্বিক তথ্যভান্ডার জিআইএসআইডি যে তথ্য দিয়েছেন তাহলো ‘বি ওয়ান সিক্সসেভেন্টিন’ নামের এই নতুন ধরনটি এ পর্যন্ত ২১ টি দেশে ছড়িয়েছে। করোনাভাইরাসের মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় ভারতের অবস্থা হৃদয়বিদারক। প্রতিদিন নতুন রেকর্ড করছে রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা। আমাদের বাংলাদেশে করোনার নতুন ষ্ট্রেইন শনাক্তের খবরে দেশবাসী উদ্বিগ্ন। আমাদের দেশে শনাক্ত হওয়া নতুন ষ্ট্রেইনটির সঙ্গে যুক্তরাজ্যে পাওয়া নতুন ধরনের করোনাভাইরাসের সাদৃশ্য আছে বলে মনে করা হয়। ইতোমধ্যে এই সংক্রামণ ঠেকাতে বাংলাদেশে বিভিন্ন দেশ ফেরত যাত্রীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। সন্দেহ ভাজনদের কোয়ারেন্টিন ও আইসোলেশনে রাখা হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে ভারত। কয়েকদিন ধরে আক্রান্তের সংখ্যা চার লাখের উপরে। দৈনিক মৃত্যু সংখ্যা ও চার হাজারের উপরে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে ৭ এপ্রিল থেকে লকডাউনে আছে বাংলাদেশ। ১৪ দিনের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ সরকার। এই সময় স্থলপথে পণ্যবাহী যানবাহন ছাড়া সব ধরনের লোক চলাচল বন্ধ থাকবে। করোনাভাইরাস সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন মানুষের মনে যার উত্তর গবষেকরা এখনো জানতে পারেননি। তাই এই রূপান্তরিত করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে মাস্ক ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য বিধি গুলো সবার মেনে চলা একান্ত কর্তব্য। সবশেষে সবাইকে শপথ নিতে হবে সরকার ঘোষিত নিয়মগুলো আমরা সবাই মেনে চলবো। নিজে সুস্থ থাকবো, অন্যকে সংক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখবো।